আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব

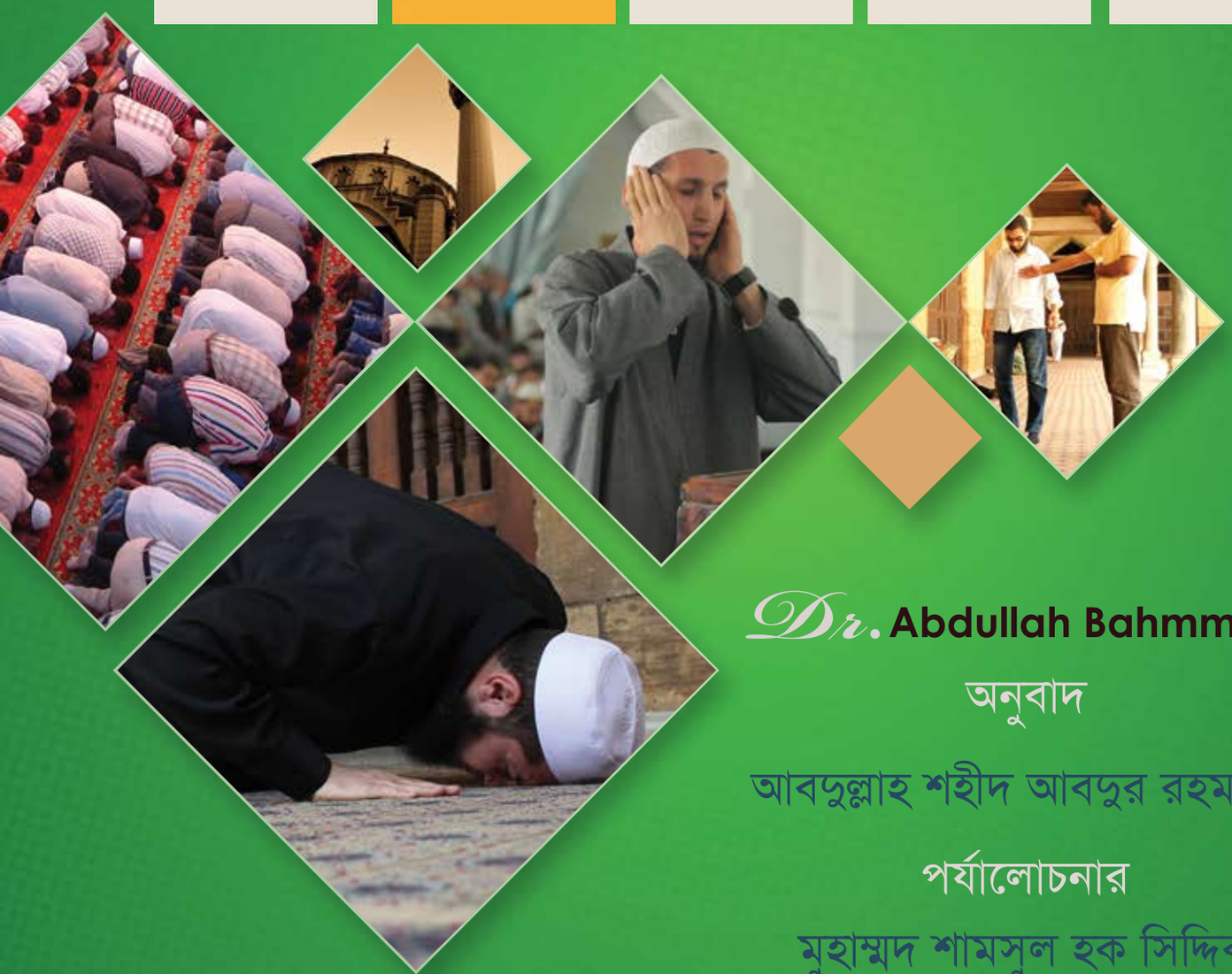

Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

জামাতের সাথে নামাজ

১১

জামাতের সাথে নামা

জামাতের সাথে নামাজের হুকুম

১-ইসলামি শরীয়ত সক্ষম পুরুষদেরকে জামাতের সাথে নামাজের নির্দেশ দিয়েছে। জামাত তরক করা থেকে হুঁশিয়ার করেছে। এমনকি অন্ধ ব্যক্তিকেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামাত তরক করার অনুমতি দেন নি। শুধু তাই নয়, বরং যারা জামাতে নামাজ আদায় করে না তাদেরকে জ্বলিয়ে দেয়ার ইচ্ছাও তিনি পোষণ করেছিলেন।

জামাতে নামাজ আদায়ের গুরুত্ব বিষয়ে আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ﴾

{আর যখন তুমি তাদের মধ্যে থাকবে। অতঃপর তাদের জন্য সালাত কায়েম করবে, তখন যেন তাদের মধ্য থেকে একদল তোমার সাথে দাঁড়ায়।} [সূরা আন-নিসা:১০২]

এখানে আল্লাহ তাআলা ভয় ও সফর হালতেও জামাতে নামাজ আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব নির্ভয় ও মুকীম অবস্থায় জামাতের সাথে নামাজ আদায়ের গুরুত্ব কতটুকু তা বলাই বাহুল্য।

২- আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «মুনাফিকদের ওপর সবথেকে ভারি নামাজ হলো এশা ও ফজরের নামাজ। আর যদি তারা জানতো এ দুটোয় কি রয়েছে, তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ দুটোয় অংশ নিত। আর নিশ্চয় আমি ইচ্ছা করেছি, যে নামাজের ব্যাপারে নির্দেশ দেব, অতঃপর তা দাঁড় করানো হবে। এরপর আমি এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দেব মানুষদেরকে নিয়ে নামাজ পড়তে। আর আমি কিছু লোক সংগে নিয়ে বের হয়ে যাবো, যাদের সাথে জ্বালানি কাঠের বোঝা থাকবে। অতঃপর এমন লোকদের কাছে যাব, যারা জামাতের সাথে নামাজ পড়তে আসে না। এরপর আমি তাদেরকে ভিতরে রেখেই তাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেব।» (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলমি)

৩- ওই অন্ধ ব্যক্তি-বিষয়ক হাদীস, যাকে মসজিদে আনা- নেয়ার জন্য কেউ ছিল না। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করল। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, «তুমি কি আযান শুনতে পাও? লোকটি বলল,«হ্যাঁ, পাই»। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,« তাহলে তুমি সাড়া দাও।» (বর্ণনায় মুসলিম)

৪-ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «যে ব্যক্তি আগামীকাল আল্লাহর সাথে মুসলমান হিসেবে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী, সে যেন এই নামাজগুলো সংরক্ষণ করে যেখানে এর আযান দেয়া হয়। আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবীর জন্য হিদায়েতের নিয়মনীতি শরীয়তভুক্ত করেছেন। আর এগুলো সে হিদায়েতের নিয়মনীতির অন্তর্ভুক্ত। এতএব তোমরা যদি ঘরে নামাজ পড় যেভাবে এই পিছিয়ে-থাকা ব্যক্তি ঘরে নামাজ পড়ে, তবে তোমরা তোমাদের নবীর আদর্শ ছেড়ে দিলে। আর তোমরা যদি তোমাদের নবীর আদর্শ ছেড়ে দাও তাহলে অবশ্যই গোমরাহ হয়ে যাবে। যখন কোনো ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করে, অতঃপর সুন্দরভাবে অজু করে এই মসজিদগুলোর যেকোনো একটিতে যায়, আল্লাহ তার প্রতি পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি নেকী লিখে দেন, একটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং একটি গুনাহ মাফ করেন। আমরা দেখতে পেরেছি যে, জামাতে নামাজ আদায় থেকে মুনাফিক ব্যক্তিই পিছিয়ে থাকে, যার নিফাক সবার কাছে জানা। আর এমনতো সময় ছিল, যখন কোনো ব্যক্তিকে অন্য দুই ব্যক্তি সাহায্য করে ধরে ধরে নিয়ে আসত এবং কাতারের মাঝে দাঁড় করিয়ে দিত।» (বর্ণনায় মুসলিম)

সূচীপত্র

জামাতের সাথে নামাজের হুকুম

জামাতের সাথে নামাজের হিকমত ও ফজিলত

মুসলিম ভাইদের মাঝে পরস্পর পরিচিতি

নিফাক থেকে নিষ্কৃতি

মুসলমানদের বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ের মাঝে ঐক্যসৃষ্টি

তাকাফুল তথা একে অন্যের অভাব অনটন ও বিপদ-আপদে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া।

দ্বীনের নিদর্শন প্রকাশ

মুসলমানদের হৃদয় পরস্পরে জুড়ে দেয়া

আল্লাহর শত্রুদের রোষ উদ্রেক করা

আত্মসংশোধন

গুনাহ মুছে দেয়া।

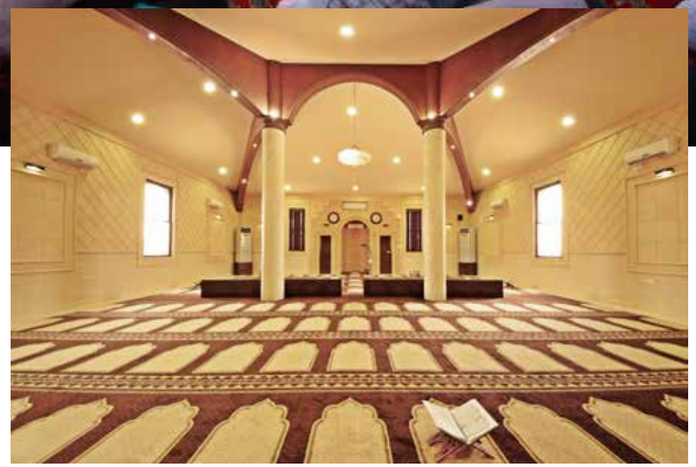

জামাতের সাথে নামাজ আদায়ের হিকমত ও ফজিলত

১- আল্লাহর প্রতি ঈমানের সূত্রে যারা পরস্পরে ভাই ও বন্ধুতে পরিণত হয়েছে, তাদের পরস্পরে পরিচিতি লাভ। তাদের মাঝে মহব্বত ও ভালোবাসা জোরদার করে তোলা; কেননা আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমানের সূত্র ধরে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও মহব্বত সৃষ্টি না হলে ঈমান এবং জান্নাত লাভের আশা করা দুষ্কর।

২- যে ব্যক্তি লাগাতার চল্লিশ দিন তাকবীরে তাহরিমা পেয়ে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করতে সক্ষম হলো, সে জাহান্নাম ও নিফাক থেকে নিষ্কৃতি লাভে সক্ষম হলো। আনাস রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,«যে ব্যক্তি জামাতের সাথে তাকবীরে উলা পেয়ে চল্লিশ দিন নামাজ আদায় করল, তার জন্য দুটি নিষ্কৃতি লিখে দেয়া হলো, একটি হলো জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি, অপরটি হলো নিফাক থেকে নিষ্কৃতি। (বর্ণনায় তিরমিযী)

৩- মুসলমানদের মাঝে বিভিন্নতার অবসান ঘটিয়ে সংঘবদ্ধতা গড়ে তোলা এবং উত্তম ও ভালো কাজের প্রতি তাদের সকলের হৃদয় আকৃষ্ট করা।

৪- মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার মনোভাব জোরদার করা।

৫- মুসলমানদের অন্তরসমূহ একসূত্রে বেঁধে দেয়া; কেননা একই কাতারে সাদা কালো, আরবি-আজমি, আবাল-বৃদ্ধ, ধনী-গরীব কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক কাতারে এক ইমামের পিছনে, একই সময়ে, এক কিবলাকে সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

৬- আল্লাহর শত্রুদেরকে রোষান্বিত করা; কেননা মুসলমানরা যতদিন মসজিদে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান থাকবে ততদিন তারা শক্তিমান ও সুরক্ষিত হয়ে কালযাপন করতে সক্ষম হবে।

৭- গুনাহ মাফ হওয়া এবং দরজা বুলন্দ হওয়া। আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের পথ দেখাব না, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা গুনাহসমূহ মাফ করে দেন এবং দরজা বুলন্দ করেন? তারা বললেন, নিশ্চয় দেখাবেন হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন,«কষ্ট সত্ত্বেও উত্তমরূপে অজু করা, মসজিদ পানে অধিক পদচারণা, এক নামাজের পর অন্য নামাজের অপেক্ষায় থাকা। এটাই হলো রিবাত তথা আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখা।» (বর্ণনায় মুসলিম)

৮- একা নামাজ পড়ার তুলনায় জামাতের সাথে নামাজ পড়ার ছাওয়াব সাতাশগুন বেশি। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «জামাতের সাথে নামাজ আদায় একা নামাজ আদায়ের চেয়ে সাতাশগুন বেশি ফজিলতপূর্ণ।» (বর্ণনায় বুখারী)

ঘরে জামাতের সাথে নামাজজ আদায়

মসজিদ কাছে থাকা সত্ত্বেও এক বা একাধিক ব্যক্তির জন্য ঘরে নামাজ পড়া উচিত নয়। হ্যাঁ, যদি মসজিদ দূরে হয় অথবা আযান শোনা যায় না তাহলে ঘরে নামাজ পড়লে কোনো সমস্যা হবে না।